দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 3.1 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ ...

শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের গেজেটেড ও নন গেজেটেড অফিসারদের নিয়োগ বিধিমালা ১৯৮৫, এসআরও নং ৩৫২-আইন/৯৪, তারিখ ১৯-১২-৯৪-এর মাধ্যমে সংশোধন করা হয়। উক্ত সংশোধনীতে থানা শিক্ষা অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে ২০% পদ সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারগণের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কথা বলা হয়। এই পদোন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। অনুরূপভাবে থানা শিক্ষা অফিসার হইতে জেলা শিক্ষা অফিসারে পদোন্নতির ব্যবস্থা আছে। অপরদিকে, সহকারী শিক্ষা অফিসার পদে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য বিভাগীয় প্রার্থী হিসাবে ৫০% কোটা নির্ধারণ করা হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষকদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার পদের নিয়োগের কোন ব্যবস্থা নাই। গত ২৯/৯/৯৮ তারিখে পত্রিকান্তরে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়ের দেওয়া সংযুক্ত বিজ্ঞপ্তি শিরোনামে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রীসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রী চাওয়া হইয়াছে। বিভাগীয় ও বহিরাগত উভয়ের ক্ষেত্রে একই শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হইয়াছে। তাহাতে ৫০% পদ বিভাগীয় প্রার্থীদের মধ্য হইতে পূরণের কথা বলা হয়। এক্ষেত্রে থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার নিয়োগে বিভাগীয় প্রার্থীদের উল্লেখিত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকিলে ৫০% কোটা পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শামীম আরা বেগম,
সহকারী শিক্ষিকা,
উত্তর সাহাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।